অনলাইনে গরু কিনে ঠকেছিলেন বাণিজ্যমন্ত্রী

● নিজস্ব প্রতিবেদক

অনলাইন মার্কেট প্লেস থেকে কোরবানির গরু কেনার তিক্ত অভিজ্ঞতা জানালেন বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি। তিনি জানান, গত কোরবানির ঈদের আগের ঈদে এক লাখ টাকায় একটি গরু কিনেছিলেন অনলাইনে। কিন্তু ৬-৭ দিন পর আমাকে জানানো হলো 'স্যার আপনার গরুটি আর নেই, অন্যত্র বিক্রি করা হয়েছে। পরে অবশ্য ৮৭ হাজার টাকা দামের অন্য একটি গরু দিয়েছিল এবং বাকি ১৩ হাজার টাকার আরেকটি ছাগল পাঠিয়েছিল বাসায়। আমি মন্ত্রী হয়েও এভাবে ঠকেছিলাম অনলাইনে কেনাকাটা করে। তবে পরেরবার আর সমস্যা হয়নি।'

প্রতিযোগিতা কমিশন ও ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) আয়োজিত রোববার এক মতবিনিময় সভায় অনলাইনে কেনাকাটা নিয়ে নিজের এ অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন বাণিজ্যমন্ত্রী। প্রধান অতিথির বক্তব্যে টিপু মুনশি বলেন, 'প্রথমবার অনলাইনে কোরবানির গরু কিনে আমি নিজেও ভুক্তভোগী হয়েছি। এই কোরবানির আগের কোরবানির ঈদে দেশে প্রথমবারের মতো ডিজিটাল কোরবানির হাট বসে। ওই হাট উদ্বোধনের দিন মন্ত্রী হিসেবে আমাকেও রাখা হয়েছিল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমি একটি কোরবানির গরু কিনলাম। তার আগে আমি জানতে চাইলাম কত দাম? আমাকে জানানো হলো ১ লাখ টাকা। গরু আমি কিনলাম। আগাম পেমেন্ট করলাম।

'বসে আছি চার-পাঁচ দিন। কোনো খবর নেই। ছয়-সাত দিন পর আমাকে জানাল, সেই গরু আর নেই। বলেছিলাম কী হলো সেটা? ওটা আরেকজন নিয়ে গেছেন। জানতে চাইলাম আমার গরু আরেকজন নিয়ে চলে গেলেন? আপনারা সেটা দিয়ে দিলেন? আমি বললাম, আমি মন্ত্রী। আমারই যদি গরু না থাকে, তাহলে?' বাণিজ্যমন্ত্রী হেসে বলেন, 'তিন দিন পর কোম্পানি জানাল, চিন্তা কইরেন না, আমরা আপনাকে আরেকটা গরু দিচ্ছি। তারা আরেকটা গরুর ছবি দেখায়; দাম চায় ৮৭ হাজার টাকা। 'কী বলব। আমি তো তাদের কাছে বন্দি। বলল, বাকি ১৩ হাজার টাকায় আমাকে একটা ছাগল দেবে। সবকিছু তারাই বলল। আর আমি শুনেই যাচ্ছি। শেষ পর্যন্ত তাদের বললাম, ওটা কোরবানি করে এক ভাগ আমার বাসায় পাঠিয়ে দাও। বাকি দুই ভাগ বিলি করে দাও। তবে ছাগলটা জ্যান্ত আমাকে পাঠাও।'

সব উল্লেখ করে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, 'এটা কিন্তু প্রথমবার। দ্বিতীয়বার সমস্যা হয়নি। তখন এ সুযোগটা তাদের দেওয়া হয়েছে। ঠিক আছে, আমি নিজে ভুক্তভোগী; কিন্তু যদি শুনতাম আমার টাকাও নেই গরুও নেই, তাহলে হয়তো মামলা-টামলা করা যেত।'

নিজের এ অভিজ্ঞতা বলার উদ্দেশ্য নিয়ে টিপু মুনশি বলেন, 'আমার কথা বলার উদ্দেশ্য হলো ই-কমার্স খাতে যা হয়েছে সেটি প্রথম বলেই ঘটেছে; কিন্তু এ খাতটি খুবই সম্ভাবনাময়। ১০-২০টি খারাপ প্রতিষ্ঠানের জন্য পুরো সেক্টরের উদ্যোক্তারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন না।

'দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয় হিসেবে এর দায় এড়াতে চাই না বলেই বাণিজ্য মন্ত্রণালয় অংশীজনদের সঙ্গে বসে আলোচনা করছে। উপায় খোঁজার চেষ্টা করছে। কোথায় কোথায় দুর্বলতা আছে, সেগুলো চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা করছে। এ জন্য পৃথক আইন, নিয়ন্ত্রক সংস্থা গঠন নীতিমালা ও বিধিমালা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের কাজ করছে সরকার।' যৌথ মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারম্যান মো. মফিজুল ইসলাম। এ সময় ইআরএফ সভাপতি শারমিন রিনভি ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ রাশেদুল ইসলামসহ প্রতিযোগিতা কমিশনের সদস্য এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

টাকা ফেরত পেতে পারেন গ্রাহকরা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) ৬০ শতাংশ টাকা ফেরত দেওয়া যাবে। বাণিজ্যমন্ত্রী এ ব্যাপারে আইনমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন বলেও সাংবাদিকদের জানান। টিপু মুনশি বলেন, 'আইনমন্ত্রী আমাকে বললেন এটা আদালতের বিষয়। কাউকে (কোনো সংস্থা) সংযুক্ত করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া যেতে পারে। আইন মন্ত্রণালয় এটা নিয়ে কাজ করছে।'

ই-কমার্স খাত নিয়ে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, 'খাতটি এগিয়ে যাচ্ছে। কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের জন্য অন্তত ৩০ হাজার প্রতিষ্ঠানকে আমরা বিপদে ফেলতে পারি না।' দুই বছর আগে এক লাখ টাকায় অনলাইনে কোরবানির গরুর ক্রয়াদেশ দিয়ে তিক্ত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিলেন জানিয়ে টিপু মুনশি বলেন, 'গরু কিনতে টাকা দিলাম এক লাখ। কিন্তু পরে শুনলাম এটা অন্যের কাছে বিক্রি হয়ে গেছে। ভাবলাম, আমার সঙ্গেই এমন হচ্ছে! পরে আরেকটা গরু দেখাল, যার দাম ৮৭ হাজার টাকা। বাকি টাকায় একটা খাসিও দিল।' এমন অবস্থা এখন আর নেই বলে সন্তোষ প্রকাশ করেন মন্ত্রী।

বাণিজ্যমন্ত্রী আরও বলেন, 'ই-কমার্স বিষয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য প্রচারমাধ্যম তথা সাংবাদিকদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ডিজিটাল বাণিজ্য বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। ডিজিটাল বাংলাদেশে এ ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকার সুযোগ নেই। তবে ই-কমার্স সম্পর্কে সবার পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন। এ জন্য মানুষের সচেতনতা বাড়াতে হবে, ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের সাংবাদিকরা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন।'

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপারস মো. মফিজুল ইসলামের সভাপতিত্বে কর্মশালায় আরও বক্তব্য দেন কমিশনের সদস্য জিএম সালেহ উদ্দীন, ড. মো. মনজুর কাদির, নাসরিন বেগম, কমিশনের উপদেষ্টা ব্যারিস্টার মাফরুহ মুরফি, ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের (ইআরএফ) প্রেসিডেন্ট সারমিন রিনভি এবং সাধারণ সম্পাদক এসএম রাশেদুল ইসলাম।